২. বাইবেলে বিশ্বাস করার কারন

বাইবেল লেখা হয়েছে আজ থেকে অনেক অনেক দিন আগে। কিভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এটি সত্যি সত্যি ঈশ্বর লিখেছেন? আসলে, বাইবেল যে সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত তার অনেক প্রমান দেওয়া সম্ভব। এই অধ্যায়ে আমরা এমনি কিছু প্রমাণ দেখব, যা আমাদেরকে আত্মবিশ্বাস দেবে যে বাইবেল সত্যি সত্যিই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে।

বিতর্কের বিষয়: কেন বাইবেলে বিশ্বাস করব?

নিজেদেরকে দুটি দলে আলাদা করুন। একদল সমর্থন করবে বাইবেল ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত, আরেক দল তার বিপক্ষে। প্রত্যেক দল নিজেদের যুক্তি তৈরী করার জন্য অন্তত ৫-১০ মিনিট সময় ব্যয় করবে। তারপর পালাক্রমে তারা নিজেদের যুক্তি উপস্থাপন করবে।

"বিতর্কের" পরে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

১. বিতর্কের বিষয়বস্তু কি "বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত" তা সমর্থন করে?
২. বিতর্কের বিষয়বস্তু কি "বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত" তা অসমর্থন করে?
৩. বিতর্কে কি আরো কোন যুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব?

PREACH: বাইবেলে বিশ্বাস করার ৬টি কারন

PREACH. একটি উপযুক্ত ইংরেজী শব্দ (যার অর্থ প্রচার করা) যা আমাদের মনে রাখতে সাহায্য করবে

Prophecy **(ভবিষ্যৎবাণী)**
Resurrection **(পুনরুত্থান)**
Environment **(প্রকৃতি)**
Archaeology **(প্রত্নতত্ব)**
Consistency **(ধারাবাহিকতা)**
Health Laws **(স্বাস্থ বিধি)**

ভবিষ্যৎবাণী

বাইবেলে উল্লেখিত যেসব ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণতা লাভ করেছে তা প্রামান করে যে বাইবেল নিশ্চই এমন কোন ক্ষমতাশালী ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে যিনি ভবিষ্যতের বিষয়ে জানেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইস্রায়েলর বিষয়ক ভবিষ্যৎবাণী দেখব।

বাইবেলে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে ব্যবিলন/বাবিল অন্যতম। বাবিল যখন পৃথিবীতে অন্যতম প্রধান এক পরাশক্তি ছিল সেসময়ে যিশাইয় এবং যিরমিয় ভবিষ্যৎবাণী করেছেন:

১. একসময়ে কেউ আর বাবিলে বসবাস করবে না (যিশাইয় ১৩:২০);
২. শহরের ধ্বংশাবশেষ মরুভূমির প্রাণীতে পরিপূর্ণ হবে (য়িশাইয় ১৩:২১);
৩. শহরের পাথরগুলো অন্য কোন স্থাপনা নির্মানে আর ব্যবহার করা হবে না (যিরমিয় ৫১:২৬);
৪. মানুষ কদাচিৎ সেই প্রাচীন শহর পরিদর্শনে আসবে (যিরমিয় ৫১:৪৩);
৫. শহরটি জলাভূমিত পরিনত হবে (যিশাইয় ১৪:২৩).

এসব ভবিষ্যৎবাণীর প্রত্যেকটি পরিপূর্ণ হয়েছে।

(দানিয়েল ২ অধ্যায়ে) নবূখদনিৎসরের প্রতিমা আরো একটি অসাধারণ ভবিষ্যৎবাণী। বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর বিভিন্ন ধাতুর তৈরী একটি বৃহৎ প্রতিমা সপ্নে দেখেছিলেন। এটি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিক প্রতিক, যা একের পর এক মধ্যপ্রাচ্যে কতৃত্ব বিস্তার করবে। এটি ছিল একটি বিস্তারিত এবং নাটকীয় সপ্নদর্শন। ঈশ্বর এটি প্রকাশ করেছিলেন এমন এক সময়ে যখন এসকল শাসন ব্যবস্থার কেবলমাত্র প্রথম ব্যক্তি ক্ষমতায় ছিলেন। সেই সব শাসন ব্যবস্থা ক্ষমতায় এসেছে এবং চলেও গেছে ঠিক যেমন বহুদিন পূর্বে ভাবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। একারনে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে সেই সপ্নদর্শনের শেষ অংশও পরিপূর্ণ হবে, এবং মানুষের সব রাজ্য ও ক্ষমতা পরিবর্তে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হবে।

যিশুর বিষয়ক ভবিশ্যৎবাণীগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গীতসংহিতা ২২ অধ্যায় পড়ুন এবং তা মথি ২৭ অধ্যায়ের সাথে তুলনা করে দেখুন। দেখুন যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার সময়ের কতগুলো ঘটনা পূর্বে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। আমরা জানি যে গীতসংহিতা লেখা হয়েছিল যিশুরু ক্রুশবিদ্ধ হবার অনেক আগে, কারন গীতসংহিতার অনুলিপি লোহিত সাগর পান্ডুলিপির মধ্যে পাওয়া গেছে, এবং সেখানে উল্লেখিত তারিখ প্রমান করে যে গীতসংহিতা লেখা হয়েছিল যিশুর সময়ের বহু আগে। (আরো দেখুন ১ অধ্যায়)

পুনরুত্থান

যীশু যে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন তা হয়তো বাইবেলের সবচেয়ে অসাধারন দাবি। এই ঘটনাটি যে সত্যি সত্যিই ঘটেছিল তার অনেক সুস্পষ্ট প্রমান আজো বিদ্যমান।

উদাহরণ সরুপ, যীশুর পুনরুত্থানের পরে ব্যপক সংখ্যক লোক যীশুকে দেখেছে বলে দাবি করে (১ করিন্থিয় ১৫:৩-৮)। তাদের মধ্যে অনেকে প্রাথমিকভাবে তার পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে পারেনি, সেকারনে যিশু তাদের জন্য অনেক "বিশ্বাসযোগ্য প্রমান দিয়েছিলেন"(প্রেরিত ১:৩)। কিন্তু তারা সকলেই যে তার পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেছিল তা প্রমান করে যে নিশ্চই তিনি বিশ্বসযোগ্য প্রমান দিতে পেরেছিলেন।(**প্রশ্ন:** যিশুর এই মৃত্যু কিভাবে অন্যান্য ধর্ম শহীদদের থেকে আলাদা?)

যীশুর মৃত্যুর পরে তার শিষ্যরা এবং সাহস হারায় এবং ব্যপক ভাবে ভেঙে পড়ে। তবে অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা তাদের সাহস ফিরে পায় এবং অনুপ্রাণিত হয়ে প্রকাশ্যে তাদের বিশ্বাস ঘোষনা করে। যদি তারা সত্যি সত্যিই যিশুকে আবার জীবিত না দেখত কিভাবে তারা তাদের সাহস ফিরে পেল? যিশুকে না বিশ্বাস করার মত কোন কারন শিষ্যদের ছিল না। শিষ্যরা যখন যিশুরু পুনরুত্থানে তাদের বিশ্বস ঘোষনা করে তারা নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়। তারা নিশ্চই জানতে পেড়েছিল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বস করেছিল যে যিশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তারা যদি সত্যি সত্যি যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বস নাই করত, তাহলে মৃত্যুর মুখে নিজেদের জীবন ঠেলে দিয়ে, বিশ্বাস রক্ষার জন্য অত্যাচার সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না।
যিশুর দেহ যে তার সমাধিতে খুজে পাওয়া যায়নি, এ ব্যাপারটি হয়তো তার মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমান। নতুন খ্রীষ্টের বিশ্বাসী অনুসারীদের কর্যক্রম বন্ধ করার জন্য যিহুদীরা উঠেপড়ে লাগে। যীশুর দেহ যদি সত্যি সত্যিই কবর থেকে চুরি হত তাহলে যীহুদীরা খুব সহজেই তার দেহর স্থানে অন্য কোন দেহ স্থানান্তর করে তাদের এই সমস্যার সমাধান বের করতে পারত। সর্বপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে কবরটি প্রথম থেকেই কঠোর পহারায় রাখা হয়েছিল (মথি ২৭:৬২-৬৬; ২৮:১১-১৫).

এই ধরনের যুক্তি বা বিতর্ক অনেক সংশয় গ্রস্থ (বা অবিশ্বাসী) মানুষের কাছে প্রমান করেছে যে যীশু সত্যি সত্যিই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছে। আর যীশু যদি সত্যি সত্যি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েই থাকে, তাহলে নিশ্চই একজন শক্তিশালী ঈশ্বর আছেন এবং বাইবেল নিশ্চই তার বাক্য।

প্রকৃতি

দাউদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছে "মহাকাশ ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করছে" (গীতসংহিতা ১৯:১)। আমারা যখন ঈশ্বরের সৃষ্টির দিকে তাকাই, আমরা তার সর্বশক্তিমান ক্ষমতার প্রমান দেখতে পাই, আর দেখতে পাই সমস্ত সৃষ্টির পিছনে তার অসামান্য নকশা।

উদাহরণ সরুপ, মহাকাশের বাস্তবিক গঠন অত্যন্ত জটিল এবং সুক্ষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মধ্যকর্ষন শক্তি (পৃথিবীর মধ্যভাগের আকর্ষন) যদি স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি হত তাহলে সূর্য খুব তারাতারি পৃথিবীতে উপস্থিত সমস্ত জীবন পুড়িয়ে ফেলত এবং জীবন ধারন করা সম্ভব হত না। অন্যদিকে মধ্যাকর্ষণ শক্তি যদি স্বাভাবিকের তুলনায় একটু কম হত তাহলে হিলিয়মের (বেলুন ও আকাশযানে ব্যবহৃত এক ধরনের গ্যাস) থেকে ভারী কোন ধাতুর গঠন প্রকৃয়া সম্ভব হত না। এধরনের পঞ্চাশটিরও বেশি ঘটনা ক্রমাগত ঘটছে যা অত্যন্ত সুক্ষভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যাতে করে এই পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব বাস্তবে রুপ দেওয়া সম্বব হয়েছে।
জীববিদ্যাও পরিকল্পিত এবং সুক্ষ নকশাকর্মের প্রমান দেয়। উদাহরণ সরুপ আপনার চোখের গঠনের বিশয়ে চিন্তা করে দেখুন। এটি একটি অস্বাধারণ জটিল অঙ্গ যা অনেক অনেক সুক্ষ অংশের সমন্বয়ে গঠিত, তথাপি এটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছে। স্যার আইজাক নিউটন যখন চোখের জটিলতার বিষয়ে মত পোষন করেছেন, তিনি লিখেছেন (*Optiks*, 1704) "চোখ কি আলোকবিজ্ঞান আর চক্ষু সম্পর্কীয় জ্ঞান ছারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল?" না সর্বশক্তিমান স্রষ্টা দক্ষতা ছাড়া এই চোখ সৃষ্টি সম্ভব হত না। এমনকি চার্লস ডারউইনও লিখেছেন (*Origin of the Species*, ১৮৫৯) "চোখ প্রাকৃতিক নির্বাচনের (বিবর্তনের) মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে . . . তা থেকে আমি স্বাধীনভাবে স্বীকার করছি যে এটি অতিমাত্রায় একটি উদ্ভট ঘটনা" (আরো দেখুন ৭ অধ্যায়। সৃষ্টি।)

ঈশ্বরের সৃষ্টি তার ক্ষমতা এবং তার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমান। পৌল রোমীয়দের কাছে বলেছে যে তাদের চারপাশে এত প্রমান বিদ্যমান যে বিশ্বাস না করার কোন অজুহাত তাদের নেই (রোমীয় ১:২০).

প্রত্নতত্ব:

বহু প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কার বাইবেলের ঐতিহাসিক নির্ভূলতা প্রমান করে। উদাহরণ স্বরুপ, মাটির তৈরী বিভিন্ন সিলমোহরের দ্বারা বাইবেলে উল্লিখিত বেশ কিছু ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া গেছে। অতীতে যখন চিঠি এবং আনুষ্ঠানিক কোন পত্র কোথাও পাঠানো হত তা লেখকের নাম এবং পদবী উল্লেখ পূর্বক মাটি বা মোমের সিলমোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত করা হত। এধরনের কিছু মাটির সীলমোহর টিকে আছে এবং তাদের কিছু খুজে পাওয়া গেছে (যদিও এই সিলমোহর সম্বলিত পত্র বা লেখনীগুলো অনেক আগেই মাটিতে মিশে গেছে)। খুজে পাওয়া এই সীলমোহর গুলোর মধ্যে কিছু সীলমোহর নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে।

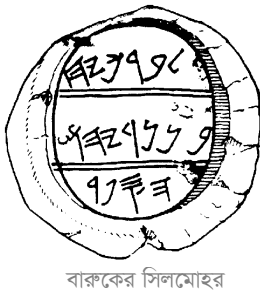
বারুকের সিলমোহর

বারুক, নেরিয়ের ছেলে	যিরমিয় ৩৬:৪	(যিরমিয়ের লেখনী)
যিরহমেল, রাজপুত্র	যিরমিয় ৩৬:২৬	(বারুকের সীলমোহরের কাছাকছি)
গমরিয়, শাফনের ছেলে	যিরমিয় ৩৬:১০	

সরায়, নেরিয়ের ছেলে	যিরমিয় ৫১:৫৯	(বারুকের ভাই)
অসরিয়, হিল্কিয়ের ছেলে	১ বংশাবলি ৬:১৩	(মহাপুরহিতের ছেলে)
অৎসলিয়, মশুল্লমের ছেলে	২ রাজাবলি ২২:৩	

এছাড়াও অন্যান্য বহু প্রাত্নতাত্বিক প্রাপ্তি বাইবেলে লেখা ইতিহাস, ব্যক্তি এবং স্থান বিষয়ক তথ্য সত্য বলে প্রমান করে। (এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে এই অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত তথ্যগুলো দেখুন)

ধারাবাহিকতা

যদিও বাইবেল সকল ধরনের পেশা ও বৃত্তিতে নিয়োজিত বহু লেখকদের দ্বারা প্রায় ১৬০০ বছর ধরে লেখা হয়েছে, বাইবেলের ধারাবাহিকতা খুবই নির্ভুল, এমনকি আপতদৃষ্টিতে সামান্য বিষযগুলোতেও বাইবেলের ধারাবাহিকতা নির্ভুল। বাইবেলে ভিন্ন ভিন্ন এমন অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে যা একে অন্যকে সমর্থন করে। বাইবেলের "সমসাময়ীকতার বিষয়টি" বুঝতে পারলে তবে এধরনের অনুচ্ছেদ তুলনা করা সম্ভব। নিচের অনুচ্ছেদটি এটি উদাহরণ।

গননাপুস্তক ১৩:৩৩	আমরা সেখানে নেফেলীয়দের দেখেছি। অনাকের বংশের লোকেরা তো জাতে নেফিলীয়। তাদের দেখে আমরা নিজেদের মনে করলাম ঘাস-ফড়িং আর তারাও আমাদের ত-ই মনে করল।
যিহোশুয়ো ১১:২১-২২	এর পর যিহোশূয় গিয়ে পাহাড়ী এলাকার অনাকীয়দেরও মেরে ফেললেন . . . ইস্রায়েলীয়দের দেশের মধ্যে কোন অনাকীয় আর বেঁচে রইল না; কেবল গাজা, গাৎ ও অস্‌দোদে কিছু কিছু অনাকীয় বেঁচে রইল।
১ শমূয়েল ১৭:৪	পলেষ্টীয়দের পক্ষ থেকে গলিয়াৎ নামে এক বীর যোদ্ধা তাদের সৈন্যদল থেকে বের হয়ে আসল। সে ছিল গাৎ শহরের লোক। লম্বায় সে ছিল সাড়ে ছয় হাত।

ইতিহাসের তিনটি আলাদা সময়ে তিনজন ভিন্ন লেখক এই অনুচ্ছেদগুলো লিখেছেন, তথাপি এই অনুচ্ছেদগুলো একে অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম অনুচ্ছেদটিতে দেখান হয়েছে ইস্রায়েলীরা যখন প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে প্রবেশ করে সেখানে অনেক দৈত্যাকৃতির (অনাকের ছেলেরা, অনাকীয়) মানুষ ছিল। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি দেখায় পরবর্তীকালে ইস্রায়েল প্রায় সকল দৈত্যার্কৃতির মানুষগুলোকে ধ্বংশ করে ফেলে; কেবলমাত্র অল্পকিছু দৈত্যাকৃতির এই মানুষ রক্ষা পায়, এবং তা কেবল: গাজা, গাৎ ও আস্‌দোদে। তৃতীয় অনুচ্ছেদটি অপরিকল্পিতভাবে আমাদের দেখায় দৈত্য যোদ্ধা গলিয়াতের বাড়ি ছিল গাৎ শহরে। সে নিশ্চই কোন একজন অনাকীয়ের বংশউদ্ভুত বংশধর। এই তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যথেকে একই সত্যের চিহ্ন খুজে পাওয়া যায়। যা থেকে আমরা বুঝতে পারি এটি কোন বানানো কাহিনী নয় বরং একটি নির্ভূল ইতিহাস।
এধরনের আরো শত শত উদহরণ বাইবেলে রয়েছে, চেষ্টা করে দেখুন আরো খুজে বের করতে পারেন কি না!

স্বাস্থ বিধি

মোশির নিয়মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক এমন বেশ কিছু বিধি রয়েছে যা আজ মানুষের স্বাস্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ইস্রায়েলিয়দের সময়ে এ বিষয়গুলো কারো কাছে জানা ছিল না। মানুষ এ বিষয়গুলো আবিষ্কার করার আগেই যে ঈশ্বর তা ইস্রায়েলিদের ভালোর জন্য এসব তাদের জানিয়েছিলেন তা প্রমান করে যে বাইবেল ঈশ্বর থেকে এসেছে।
উদাহরন সরুপ, উন্নত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষন ব্যবস্থা আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে, সাগরের মাছ/খাবার খেলে প্রায়ই পকস্থলী সমস্য বা পেটে অসুখের দেখা দিত। মোশির নিয়মে এধরনের খাবার খেতে নিষেধ করা হয়েছে। (লেবীয় ১১:৪-৮,১০-১২).

এধরনের আরেকটি উদাহরন হল মলত্যাগের পর বিষ্ঠা মাটি চাপা দেওয়া (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:১২-১৩)। তুলনামূলকভাবে মাত্র অল্পদিন আগেও পথেঘাটে বিষ্ঠা ফেলে রাখা বা মলত্যগ করা একটি সাধারণ ব্যপার ছিল। মছি এসব নোংরা ময়লা আবর্জনাতে বংশ বিস্তার করে পেটের অসুখ ছড়াত যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। কলেরা, আমাশয় এবং টাইফয়েড জ্বরে বহু মানুষ জীবন হারিয়েছে। কিন্তু এগুলোর কোনটিই ইস্রায়েলীদের জন্য কোন বড় সমস্যা ছিল না।

এসব বিষয়ের বৈজ্ঞানীক ভিত্তি আবিষ্কার হবার বহু বছর পূর্বেই ঈশ্বর এ সমস্ত আইন বা নিয়ম ইস্রায়েলীদের দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এসমস্ত নিয়ম।

চিন্তার উদ্দীপক

১. বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত তার বিপক্ষে একটি তালিকা তৈরী করুন, তারপর আলোচনা করুন কিভাবে আপনি প্রতিটি যুক্তির উত্তর দিতে পারেন।
২. বাইবেলের সম্পূর্ণটাই যে ঈশ্বর অনুপ্রাণিত তা বিশ্বাস করা কেন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ? আমরা ধরে নেই বাইবেল একটি বই যা ঈশ্বরের নির্দেশনা ছাড়াই লেখা হয়েছে তাহলে তা কিরকম প্রভাব ফেলতে পারে?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. এই অধ্যায়ে আলোচিত ছয়টি বিষয়বস্তুর থেকে যেকোন একটি বিষয় বেছে নিয়ে ৫০০-১০০০ শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন। রচনায় বর্ণনা করুন কিভাবে আপনার বিষয়বস্তু প্রামান দেয় যে বাইবেল ঈশ্বর অনুপ্রাণিত। আপনার লেখা রচনায় আপনি অবশ্যই এমন কিছু উদাহরণ এবং প্রমান ব্যবহার করবেন যা এই অধ্যায়ে বা বইতে আলোচনা করা হয়নি।

২. বাইবেলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অন্যতম একটি যুক্তি হল বাইবেলে বেশ কিছু ধারনা রয়েছে যা একে অন্যের সথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেকেই এই যুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এসকল কিছু ধারনার একটি ছোট তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে। আপনি কি এই ধারনাগুলো ব্যখ্যা করতে পারবেন।

   ক. বলি উৎসর্গ: হ্যাঁ নাকি না?
   হোশেয় ৬:৬ পদে, ঈশ্বর বলেছেন, "আমি বিশ্বস্ততা চাই পশু উৎসর্গ নয়" কিন্তু ঈশ্বর তাদের পশু উৎসর্গ করতেও বলেছেন!

   খ. শৌল কি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুসন্ধান করেছিল?
   তুলনা করুন ১ শমুয়েল ২৮:৬; ১ করিন্থিয় ১০:১৩-১৪.

   গ. কোন দেশ?
   তুলনা করুন ২ শমুয়েল ৮:১৩ এবং ১ করিন্থিয় ১৮:১২. (কোন কোন বাইবেলে এই স্পষ্ট মতপার্থক্যটি সমন্বয় করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে পাদটীকা দেখুন)

   ঘ. যিহুদা কিভাবে মারা গিয়েছিল?
   তুলনা করুন মথি ২৭:৩-৫ এবং প্রেরিত ১:১৮.

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বইগুলো পড়ুন:

1. *God's truth* by Alan Hayward (Printland Publishers, revised ed., 1983). This is an excellent book considering the evidence for the Bible's inspiration. It covers all the reasons covered in this chapter, and some others.
2. **On prophecy:** *Wonders of prophecy* by John Urquhart (revised edition, 1939, Pickering and Inglis: London). An old book, but it provides an excellent summary of fulfilled prophecies concerning various nations. Much shorter, but more easily obtained, is Bible prophecy by Fred Pearce (published by the Christadelphian, 24 pages).
3. **On the resurrection:** *Who moved the stone?* by Frank Morison (1983, OM Publishing, Carlisle). The author set out to prove that Jesus could not have been raised from the dead and ended up convinced that the Bible was right after all.
4. **On the environment:** *Does God exist? Science says "Yes"* by Alan Hayward (2nd ed., Printland Publishers, 1998). Previously published as God is, this is a good source book for scientific evidence for God's existence. 221 pages.
5. **On archaeology:** *The stones cry out* by Randall Price (published by Harvest House, 1997). This book provides a detailed survey of archaeological finds that shed light on Bible history and demonstrate Bible accuracy. A more advanced textbook on archaeology is *The archaeology of the Bible* by James Hoffmeier (Lion, 2008) which is an excellent and thorough discussion of archaeology and the Bible.
6. **On consistency:** *Undesigned scriptural coincidences* by J.J Blunt (19th ed., 1983, The Christadelphian: Birmingham). A fascinating collection of examples where the Bible is consistent even in tiny details. First published in 1847.
7. **On health laws:** *The Bible and medicine* by John Hellawell (published by Christadelphian ALS, c.1998). 28 pages. This booklet shows that the Bible demonstrates an understanding of health and hygiene thousands of years ahead of its time. *Modern medicine and the Bible* by Alan Fowler (Ortho Books, 2000). An orthopedic surgeon discusses the links between Bible teaching and medical science. *None of these diseases* by S.I. McMillen and D.E. Stern (revised edition, Baker Book House, 2000). Two doctors show that living God's way is healthy!
8. **On apparent contradictions:** *Encyclopedia of Bible difficulties* by Gleason L. Archer (published by Zondervan, 1982). *Hard sayings of the Bible* by W.C. Kaiser Jr, P.H. Davids, F.F. Bruce and M.T. Brauch (published by InterVarsity Press, 1996). Both of these books deal with apparent biblical contradictions as well as other passages that are hard to understand.

আরো দেখুন:

১. ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য
৭. সৃষ্টি
৩. ইস্রায়েল বিষয়ক ভবিষ্যৎবাণী
১১. বিশ্বাস
৩০. পুরাতন নিয়মে যীশুর বিষয়ক ভবিষ্যৎবাণী